ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি: ৩.ক. ১. ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলতে কী বোঝ? কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লেখ।

৩.ক. ১. সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর

ব্যাকরণগত চরিত্র ও ভূমিকা অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে যে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তাকেই ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি আট প্রকার। যথাঃ ১. বিশেষ্য ২. সর্বনাম ৩. বিশেষণ ৪. ক্রিয়া ৫. ক্রিয়াবিশেষণ ৬. যোজক ৭. অনুসর্গ ৮. আবেগ-শব্দ

১. **বিশেষ্য:** [Noun] যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোন ব্যক্তি , জাতি , সমষ্টি , বস্তু , স্থান , কাল , ভাব , কর্ম বা গুনের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন- নজরুল , ঢাকা , মেঘনা , গাছ , পর্বত , নদী , সভা , সমিতি , জনতা , দুঃখ , সুখ ইত্যাদি।

২. **সর্বনাম:** [Pronoun] বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয় , তাকে সর্বনাম বলে । যেমন- i.ঋদ্ধ ভালো ছেলে।ii.সে রোজ স্কুলে যায়।iii.উল্লিখিত উদাহরণের দ্বিতীয় বাক্যটিতে'সে'শব্দটি 'ঋদ্ধ' এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে । 'সে' হলো সর্বনাম ।

৩. **বিশেষণ:** [Adjective] বিশেষণ বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে বিশেষিত করে শব্দের অর্থকে বিশদ বা সীমিত করে । বিশেষণ কোন কিছুর গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে , বিশেষ্য শব্দের অর্থ বিশদ করে । যেমন- i.নীল আকাশ ,ii. ঠাণ্ডা হাওয়া , iii.চৌকষ লোক ইত্যাদি ।

৪. **ক্রিয়া:** [Verb] যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোন কিছু করা , থাকা , হওয়া , খাওয়া , ঘটা ইত্যাদি বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে । যেমন- i. সে 'হাসছে' ।ii. এবার বৃষ্টি 'হবে' ।

৫. **ক্রিয়া বিশেষণ:** [Adverb] যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে , তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব , কাল বা রূপ নির্দেশ করে । যেমন:i.সে দ্রুত দৌড়াতে পারে।

৬. **যোজক শব্দ:** [Connectives] যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সাথে অন্য একটি শব্দের সংযোজন , বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় ; তাকেযোজক বলে । যেমন-i. মালিয়াত 'আর' মানহা দুই বোন।ii. তিনি হয় রিক্সায় না - হয় হেঁটে যাবেন ।iii.তোমাকে চিঠি লিখেছি 'কিন্তু' উত্তর পাইনি ।

৭. **অনুসর্গ:**[Post Position] যে শব্দগুলো কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো বা শব্দবিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে তার অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে , তাকে অনুসর্গ বলে । যেমন: i. ওকে দিয়েএ কাজ হবে না ।

৮. **আবেগ শব্দ :** [Interjection] আবেগ শব্দের সাহায্যে মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ

করা হয় । এ ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে স্বাধীনভাবে বাক্যে বসে ।

যেমন-i. আরে , তুমি আবার কখন এলে ! ii. ছিঃ , এমন কাজ তোর ! iii.আঃ , কী বিপদ !